নির্বাচন করে। যদি সে নিজের অস্তিত্বের মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করে তবেই তা হবে যথার্থ। আমাদের অনেক সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সব সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। যেমন, মৃত্যু আমাদের অনিবার্য সম্ভাবনা এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে নির্বাচনের কোনো সুযোগ থাকে না।

22.3.3. বাস্তবতা (Facticity) :

বাস্তবতা বলতে হাইডেগার বাস্তব জগতে বিশেষ সময়ে, বিশেষ পরিবেশে মানুষের অবস্থিতিকে বোঝেন। বাস্তবতা মানুষের অতীতকে চিহ্নিত করে। ডেকার্ত নিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধানের উদ্দেশ্যে জগৎ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন। কিন্তু হাইডেগার মনে করেন মানুষ জগতের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত। তাই জগৎকে জানতে গেলে জাগতিক সব কিছুর প্রতি সংশয় প্রকাশ বা সন্দেহ পোষণ করে তাকে জানা যায় না। হুসার্লকে অনুসরণ করে হাইডেগার বলেন, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে শুদ্ধ আত্মসত্তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। আমি যে জগতে বসবাস করি তাই আমার কাছে প্রদত্ত বাস্তবতা। এতে আছে আমার অতীত জীবন সূত্রে পাওয়া বংশগতি, আমার দেহ, আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পদ্ধতি। এগুলির দ্বারা আমি নিয়ন্ত্রিত হই। তবে এগুলি সম্পর্কে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার একটা স্বাধীনতা আমার সর্বদা থাকে।

22.3.4. স্খলন (Fallenness) :

হাইডেগারের মতে মানুষের জীবন নানান মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটে। ফলে সে কখনো কখনো জীবন সম্পর্কে ক্লান্তি বোধ করে। কিন্তু এই ক্লান্তিকর জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ, তার জীবনাসক্তিই মানুষের স্খলন বা পতন। স্খলন মানুষের সঙ্গে বর্তমান জগতের নিবিড় সম্বন্ধের কথা বলে। যে মানসিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে তা নানা প্রকার হতে পারে। যেমন অবসাদ, উদ্‌বেগ, আনন্দ, প্রেমের অনুভূতি ইত্যাদি। এই মানসিক অবস্থাগুলি কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হতে পারে এবং এদের মাধ্যমে জগৎ একটা বিশেষ রূপ পায়। প্রেমের ক্ষেত্রে যার প্রতি ভালোবাসা সে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং প্রেমের দৃষ্টিতে ব্যক্তির কাছে জগৎ যেভাবে প্রতিভাত হচ্ছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। হাইডেগারের মতে উদ্‌বেগ (dread) একটা গুরুত্বপূর্ণ মানসিক অবস্থা যার মধ্য দিয়ে জগৎ একটা অন্য রূপ পায়। এই উদ্‌বেগ বিশেষ কিছুকে নিয়ে নয়, জগতে মানুষের অবস্থিতির একটা সামগ্রিক উদ্‌বেগ যা মানুষের মনে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করে।

22.3.5. সাময়িকতা (Temporality) :

জগতে অবস্থিত মানুষের অস্তিত্বের আরও একটা অবয়ব হল তার সাময়িকতা। কাল বা সময় মানুষের পূর্বতসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য। হাইডেগর মানুষের অস্তিত্বকে প্রথম তিনটি অবয়বের, অস্তিত্বসম্ভাবনা, বাস্তবতা ও স্খলন-এর সমন্বয় বলেছেন। কিন্তু এই সবটাই কালে বা সময়ে বিধৃত। বিজ্ঞান বা গণিতে সময় হল অসীম। কিন্তু হাইডেগারের মতে সময় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকল প্রকার কাজের সাথে যুক্ত, কেননা সব কাজের আরম্ভ ও শেষ থাকে।

22.3.6. হাইডেগারের দর্শনে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—

হাইডেগারের অস্তিবাদী দর্শনে অস্তিত্বের দুটি দিকের কথা বলা হয়েছে, যথার্থ ও অযথার্থ দিক। যথার্থ অস্তিত্বে মানুষ নিজের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করে। কিন্তু অযথার্থ অস্তিত্বে নিজের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকে না এবং মানুষ না-বুঝে কাজ করে। হাইডেগার যথার্থ অস্তিত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা

Scanned with CamScanner

সত্তাকে লাভ করা, অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্বকে গ্রহণ করা বা সম্ভাবনাগুলির মধ্যে নিজের পছন্দমতো একটি বিশেষ সম্ভাবনাকে নির্বাচন করার অর্থ হল সার্থক বা যথার্থ অস্তিত্বের জীবনযাপন করা। অপরদিকে আপন সত্তাকে লাভ করতে না পারা অথবা সম্ভাবনাগুলির মধ্যে কোনো একটিকে নিজের জন্য নির্বাচন করার আগেই অন্ধভাবে নিজেকে সেগুলির সামিল করে দেওয়া, অর্থাৎ নিজের অসীম সম্ভাবনা অবহেলা করাকেই হাইডেগার অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের জীবন বলেছেন। নিজের জন্য সঠিক নির্বাচন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়ভার বহন করলে তবেই 'আমি কে?' —এই মৌলিক প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। কারণ, একমাত্র নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই 'আমি কি হতে চাই'—এই প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব।

সম্ভাবনার প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে হাইডেগার একথা বলেননি যে, সবসময়ই ম সম্ভাবনার মধ্যে কোনো একটিকে আমাদের নির্বাচন করতে হবে। সম্ভাবনার কৃতি বিভাগ করতে গিয়ে তিনি 'সম্ভব', 'অসম্ভব' এবং 'আবশ্যিক'—এই তিন প্রকার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। আবশ্যিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সেটি গ্রহণ করব কি করব না, এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নেবার কোনো ক্ষমতাই নেই। মৃত্যু হল এই আবশ্যিক সম্ভাবনা। এটি Dasein-এর 'চরম এবং একান্ত নিজস্ব সম্ভাবনা' (ownmost possibility)। আমরা মৃত্যুকে গ্রহণ করব কি করব না—সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো অধিকারই আমাদের নেই। সুতরাং Dasein যা নির্বাচন করতে পারে, কেবলমাত্র তাকেই সম্ভাবনা বলা যাবে না। আরেক প্রকার সম্ভাবনা হল—অসম্ভব সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি ইচ্ছা করলেই অমরত্ব লাভ করতে পারি না। কিন্তু এগুলিও সম্ভাবনার পর্যায়ভুক্ত, তবে তা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না।

সলোমন তাঁর *From Rationalism to Existentialism* গ্রন্থে হাইডেগার ব্যবহৃত সম্ভাবনার অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কান্টের বৌদ্ধিক প্রকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কান্ট 'সম্ভাবনাকে' (possibility) একটি বৌদ্ধিক প্রকারের অন্তর্গত করেছেন। তাঁর মতে, 'সম্ভাবনা' হল একটি নিয়ম যার পূর্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, তবে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত আছে কিনা সে-ব্যাপারে তিনি কোনো আলোচনা করেননি।

নৈতিক পতন (Fallenness)

Dasein তার অনন্ত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে বা অবহেলা করলে দেখা দেয় নৈতিক পতন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ তার অনন্ত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টাই করে না, দৈনন্দিন জীবনের সহজ কাজকর্ম এবং সমস্যাগুলি নিয়েই সে মগ্ন হয়ে থাকে, গভীর মননক্রিয়ার সাহায্যে তার অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্বের উপলব্ধি

Scanned with CamScanner

করার সময় কোথাও তা এই নৈতিক পতনের অবস্থা থেকেই অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের (inauthentic existence) জন্ম হয়। হাইডেগারের মতে, জগতের প্রতি আমাদের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গিই হল অমননশীল দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। এই সাধারণ জীবনে মানুষ বিভিন্ন উপকরণসামগ্রী (equipment) নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সেগুলির প্রতি তার আসক্তি জন্মায় এবং সেগুলি তার জীবনে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে 'প্রকৃত অস্তিত্বের' স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক বিস্মৃতি ঘটে তার। সে তখন জনতার অংশ হিসাবেই নিজেকে চেনে এবং সামগ্রিক মনুষ্যজাতির একজন বলেই নিজেকে বিবেচনা করে। তার এই প্রকৃতিকে হাইডেগার *das Mann* রূপে বর্ণনা করেছেন, যে প্রকৃত অর্থে মানুষ নয়, আবার সঠিক অর্থে অযথার্থ মানুষও নয়। জগত-সম্পৃক্তির (being-in-the-world) প্রথম ধাপটিতে সে জগতকে কিছু উপকরণের সমষ্টি হিসাবে চেনে। ক্রমে এই উপকরণগুলি তার দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে শেখে, কিন্তু কখনই নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করে না। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সদস্যসমূহের পারস্পরিক স্বীকৃতির দ্বারাই গড়ে ওঠে মানুষের নিজের সম্পর্কে সচেতনতা। এই অর্থে 'Dasein কে?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের পরিচয়, সমাজের অন্য সদস্যদের সে কিভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং নিজে কিভাবে তাদের কাছে স্বীকৃতি পাচ্ছে—এইসব বিষয়ের অনুসন্ধান করতে হয়। এক্ষেত্রে মানুষের একাকিত্ব তার কোনো সমস্যা নয়। অন্য ব্যক্তির এবং উপকরণসামগ্রীর সঙ্গে সে যে নানাবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ—সেগুলিই প্রধান সমস্যা। সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় অনন্ত সম্ভাবনাময় মানবিক অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কীয় সমস্যার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া (এক কথায় যথার্থ অস্তিত্বের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া) অত্যন্ত কঠিন কাজ। কাজেই দেকার্ত যেভাবে প্রথমে নিজের অস্তিত্বের সুনিশ্চয়তার ভিত্তিতে সাদৃশ্যানুমানের সাহায্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, হাইডেগারের মতে তা ভ্রান্ত পদ্ধতি। কারণ, জগতে অন্য ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে এবং আমি তাদেরই একজন—এই সত্যটিকে পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে গ্রহণ করেই ক্রমে ক্রমে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার সচেতনতা জাগ্রত হয়।

প্রথম যখন জগত সম্পর্কে আমার চেতনা হয়, তখন আমি এটুকুই বুঝতে পারি যে, অন্য ব্যক্তি এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপকরণসামগ্রী পরিবৃত একটি জগতে আমি 'প্রক্ষিপ্ত' হয়েছি। ক্রমে ক্রমে অন্য ব্যক্তি এবং উপকরণগুলিকে আমি নিজের বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের কাজে ব্যবহার করি। কোনো কোনো সময় তারা আমার কাজে বাধা হিসাবেও উপস্থিত হয়। অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার প্রাথমিক

Scanned with CamScanner

সম্পর্ক স্থাপিত হয় soliciting-এর দ্বারা। এটি অনুরোধ, চাহিদা, হুকুম নানা ধরনের হতে পারে। Soliciting-এর একটি নেতিবাচক আকারও আছে। সেটি হল, অন্য ব্যক্তিদের অবজ্ঞা করা বা তাদের ব্যাপারে উদাসীন থাকা। আবার যখন আমি অন্য ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য শাস্তি দিই বা তাকে কোনো আদেশ করি তখন soliciting-এর ইতিবাচক কৌশল প্রযুক্ত হয়। অন্যদিকে আমি তাদের আমার উপর নির্ভরশীল করে তুলতে পারি, ক্রীতদাস বানিয়েও রাখতে পারি। যাই হোক না কেন, এই জগত, তার ব্যক্তিসমূহ এবং উপকরণসামগ্রী নিয়ে যে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আমি আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তাতে আমার প্রকৃত অস্তিত্ব নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়ে। দৈনন্দিনতায় আচ্ছন্ন Dasein-এর আত্মবিস্মরণ ঘটে। সে অন্যের অস্তিত্বের জীবনযাপন করে, কারণ অন্যদের থেকে তার অস্তিত্ব তখন অবিচ্ছিন্ন। Dasein-এর পরিচয় সে জগতের অন্য ব্যক্তিদের একজন। Dasein 'কে' জানতে হলে অন্যরা 'কে'—তাই জানতে হবে। কাজেই Dasein-এর সামাজিক ভূমিকা সে নিজে নির্ধারণ করে না, তা নির্ধারিত হয় জনগণের দ্বারা। Existenz হিসাবে Dasein-এর অনন্ত সম্ভাবনা তখন বর্তমান থাকে, কিন্তু তা জনতার ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তার নিজের সম্ভাবনা নির্ধারণ করার যে ক্ষমতা আছে সে কখনই তা প্রয়োগ করে না। তার আত্মা, তার অস্তিত্ব শুধু তার নিজের নয়, তা নির্নাম (anonymous) জগতের আত্মা, তাদের সামগ্রিক অস্তিত্ব। এইভাবে বিচার করলে, Dasein 'কে'—এই প্রশ্নের উত্তর হবে আমিও নই, তুমিও নও, অন্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিও নয়, এমনকি সকলের সামগ্রিক অস্তিত্বও নয়। এই 'কে' হল নিরপেক্ষ *das Mann* এবং এক্ষেত্রে তার উপলব্ধি সীমিত থাকে তার বর্তমান মূল্যায়নের মান অনুসারে তার সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর। *Das Mann*-ই এর সাফল্য এবং ব্যর্থতার মানটি নির্ধারণ করে এবং ফলত মানুষে মানুষে পার্থক্য দূরীভূত হয়ে সাধারণ একটি মাপকাঠি দিয়েই সবাইকে বিচার করা হয়। হাইডেগার বলেন ঃ

> 'Thus *das Mann* maintains itself facilitating in the averageness of that which belongs to it, of that which it regards as value and that which it does not and of that to which it grants success and that to which it denies it.'

Das Mann হিসাবে Dasein তার নিজের জীবনের সাফল্যের মানদণ্ড (standard) নির্ধারণের সর্বপ্রকার দায়ভার থেকে মুক্ত, কারণ দৈনন্দিন রুটিনমাফিক কাজ করে যাওয়াই এক্ষেত্রে মানুষের সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি। *Das Mann*-এর জীবন সহজ সরল। তার নিজের সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নেই, কেন সে এই কাজগুলি করে

যাচ্ছে—তা নিয়েও তার কোনো কৌতূহল নেই। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক জীব হিসাবে সে নিজের জীবন যাপন করে না, অন্যের হয়ে জীবনযাপন করে। হাইডেগার *das Mann*-এর অবস্থানটিকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

'Everyone is the other and no one is himself. *Das Mann* which supplies the answer to the question of the "who" or everyday Dasein has already surrendered itself in being-among-one-another.'

নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানে *das Mann*-এর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। জনগণের একজন হয়েই তাকে সবকিছু করতে হবে। তাই *das Mann* কোনো ঝুঁকি না নিয়ে জনতার ভিড়ে মিশে যায়, যাতে তাকে আলাদা করে সনাক্ত না করা যায়। স্বাধীনতার গুরুদায়িত্ব এড়ানোর জন্য একঘেয়ে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়, ফলে তার নৈতিক পতন ঘটে, যার থেকে সৃষ্টি হয় অসার্থক বা অযথার্থ অস্তিত্ব (inauthentic existence)। এ বিষয়ে হাইডেগারের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

'The self of everyday is *das Mann-self*, which we distinguish from the authentic self—that is, from the self which has been taken hold of in its own way. As *das Mann-self*, the particular Dascin has been dispersed into *das Mann* and must first find itself. This dispersal characterized the "subject" of that kind of Being which we know as concernful absorption in the world w encounter as closest to us.'

সার্থক অস্তিত্ব এবং অসার্থক অস্তিত্ব (Authentic and I authentic Existence)

হাইডেগার Dasein-এর দুটি প্রকারের কথা বলেছেন—সার্থক অস্তিত্ব অসার্থক অস্তিত্ব। অস্তিত্বের এই প্রকারগুলি মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের সম্ নির্দেশ করে। সার্থকভাবে অস্তিত্বশীল মানুষের নিজের সম্পর্কে পর্যাপ্ত আছে, সে জানে তার প্রকৃত স্বরূপ কি। অপরদিকে অসার্থকভাবে অ মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায় না, অন্ধভাবে দিনযাপনের সে সাদরে বরণ করে নেয় দায়িত্বের বোঝা লঘু করার লোভে। কিন্তু অসার্থক অস্তিত্ব—উভয়ই Dasein-এর সম্ভাবনাকে সূচিত করে। হাইডে সত্তাগত দিক থেকে উভয়ই Dasein-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য (existen